১৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কত বছরের জন্য মনোনীত হন?
ⓚ ২ বছর ⓚ ৩ বছর
ⓖ ৪ বছর ⓘ পাঁচ বছর উ: গ

১৪. 'বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭২ সাল খ) ১৯৭৪ সাল
গ) ১৯৭৩ সাল ঘ) ১৯৭৫ সাল উ: গ

১৫. বাংলাদেশে কৃষিঋণ প্রদানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক) বাংলাদেশ ব্যাংক খ) কৃষি ব্যাংক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) সমবায় ব্যাংক উ: খ

১৬. বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কয়টি?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৬টি ঘ) ৫টি উ: গ

১৭. কত সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭৬ সালে খ) ১৯৮৩ সালে
গ) ১৯৯২ সালে ঘ) ১৯৭২ সালে উ: খ

১৮. বিমা মূলত একটি–
ক) চুক্তি খ) ঋণদানকারী সংস্থা
গ) NGO ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

১৯. 'বিমা হল মানব জাতির ওপর আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ' কে বলেছেন?
ক) অমর্ত্যসেন খ) স্যামুয়েলসন
গ) হট্রে ঘ) অ্যাডামস্মিথ উ: গ

২০. কোন ব্যাংককে ঋণ প্রদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়?
ক) সোনালী ব্যাংক খ) গ্রামীণ ব্যাংক
গ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘ) বিমা উ: গ

২১. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে উ: খ

২২. ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক কখন থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে?
ক) ১৯৮৫ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭২ সালে ঘ) ১৯৭৩ সালে উ: খ

২৩. বাংলাদেশে প্রথম মুদ্রা চালু হয় কবে?
ক) ৪ মার্চ ১৯৭১ খ) ৪ মার্চ ১৯৭২
গ) ৪ মার্চ ১৯৭৩ ঘ) ১ মার্চ ১৯৭৩ উ: খ

২৪. IDA কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪২ সাল খ) ১৯৬০ সাল
গ) ১৯৪৬ সাল ঘ) ১৯৪৭ সাল উ: খ

২৫. কোন দেশ বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি অর্থ সাহায্য দেয়?
ক) সৌদি আরব খ) ভারত
গ) চীন ঘ) জাপান উ: ঘ

২৬. ADB কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
ক) ১৯৬৬ সালে খ) ১৯৭০ সালে
গ) ১৯৭২ সালে ঘ) ১৯৬২ সালে উ: ক

২৭. ADB এর সদর কোথায়?
ক) দিল্লি খ) ম্যানিলা
গ) ব্যাংকক ঘ) নিউইয়র্ক উ: খ

২৮. IMF-এর সদর কোথায়?
ক) নিউইয়র্কে খ) সাংহাই
গ) ওয়াশিংটনে ঘ) জেনেভায় উ: গ

২৯. 'অর্থের মূল্য' কী?
ক) অর্থের ক্রয় ক্ষমতা খ) অর্থের চাকচিক্য
গ) অর্থের সঞ্চয় ক্ষমতা ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

৩০. একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রচলিত মুদ্রা ও ব্যাংকে রক্ষিত আমানতের সমষ্টি হলো–
ক) আমানত খ) মোট অর্থ
গ) অর্থের জোগান ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

৩১. অর্থের মূল্যের সাথে দাম স্তরের সম্পর্ক কেমন?
ক) সমমুখী খ) বিপরীতমুখী
গ) সমান্তরাল ঘ) আনুভূমিক উ: খ

৩২. অর্থের চাহিদা কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক) অর্থের জোগান খ) দ্রব্যের জোগান
গ) অর্থের মূল্য ঘ) পণ্য মূল্য উ: খ

৩৩. অর্থের জোগান অর্ধেক হলে এর মূল্য–
ক) সমান থাকে খ) দ্বিগুণ হয়
গ) তিনগুণ হয় ঘ) বাড়ে না উ: খ

৩৪. অর্থের কার্যাবলি প্রধানত কয় প্রকার?
ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার
গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার উ: গ

৩৫. 'নিকৃষ্ট মুদ্রা উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে বাজার থেকে উচ্ছেদ করে' তত্ত্বটি কার?
ক) গ্রেশামের খ) থেয়ার্সের
গ) ফিশারের ঘ) বেনহামের উ: ক

৩৬. ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রচলিত একক মুদ্রার নাম কী?
ক) পাউন্ড খ) ডলার
গ) ইউরো ঘ) শিলিং উ: গ

৩৭. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় কোনটি?
ক) কর বৃদ্ধি খ) ব্যাংক হার হ্রাস করা
গ) ঋণের প্রসার ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

৩৮. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি উ: খ

অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ১

বাংলাদেশের অর্থনীতির পরিচয়

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতসমূহ– ৩ ভাগে বিভক্ত।
- ☑ স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি– ৪ ভাগে বিভক্ত।
- ☑ সোনারগাঁওয়ে প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়– ১৩০১ সালে
- ☑ বাংলায় সর্বপ্রথম মুদ্রা প্রচলন করেন– শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ
- ☑ ইংরেজরা এ ভূখণ্ডে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সুযোগ পায়– ১৬৩৮ সালে।
- ☑ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা- ২০০ নটিক্যাল মাইল।

CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

১. উৎপাদনের ভিত্তিতে বাংলাদেশে নিরূপিত জিডিপি কয়টি খাত নিয়ে গঠিত?
ক) ১০টি খ) ১২টি
গ) ১৮টি ঘ) ১৫টি
উ: ঘ
Note : বর্তমানে জিডিপি'র খাত ১৯ টি।

২. কোনটি বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক খাত?
ক) কৃষি ও শিল্পখাত খ) বন ও পরিবেশ খাত
গ) সরকারি ও বেসরকারি খাত ঘ) গ্রামীণ ও শহুরে খাত
উ: ঘ

৩. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?
ক) প্রাকৃতিক গ্যাস খ) কঠিন শিলা
গ) চুনাপাথর ঘ) কয়লা
উ: ক

৪. স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতির ঐতিহাসিক পটভূমি কয়ভাগে বিভক্ত ছিল?
ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬
উ: খ

৫. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনগুলো?
ক) তেল, গ্যাস চামড়া খ) গ্যাস, কয়লা ও লোহা
গ) তেল, গ্যাস ও কয়লা ঘ) তেল, কয়লা ও মৎস্য
উ: গ

৬. বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০৪১ সালে বাংলাদেশ পরিণত হবে—
ক) মধ্যম আয়ের দেশে খ) নিম্ন আয়ের দেশে
গ) নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে ঘ) উচ্চ আয়ের দেশে
উ: ঘ

৭. বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর—
ক) আয়তন খ) ভৌগোলিক অবস্থান
গ) জনসংখ্যা ঘ) ব্যবসাবাণিজ্য
উ: খ

৮. বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোর গ্রামীণ খাত কোনটি?
ক) মাথাপিছু আয় খ) দারিদ্র্যের হার
গ) গড় আয়ুষ্কাল ঘ) জীবনযাত্রার মান
উ: খ

৯. কোনটি গ্রামীণ খাতের অন্তর্ভুক্ত—
ক) বনজ সম্পদ খ) বৃহৎ শিল্প
গ) উচ্চ শিক্ষা ঘ) উন্নত পরিবহন
উ: ক

১০. বাংলাদেশের অর্থনীতি হলো—
ক) উন্নত খ) অনুন্নত
গ) উন্নয়নশীল ঘ) স্থবির
উ: গ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ২

বাংলাদেশের কৃষি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত— কৃষিভিত্তিক।
- ☑ বাংলাদেশের লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল— ৭৫ শতাংশ।
- ☑ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস— কৃষি।
- ☑ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা কেমন— অত্যন্ত অনুন্নত।
- ☑ বাংলাদেশের কৃষি মূলত পরিচিত— মৌসুমি বায়ুর জুয়াখেলা নামে।
- ☑ উন্নত বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন কত ভাগ বাড়ানো যায়— ১৫-২০ ভাগ।
- ☑ কীট পতঙ্গ কত শতাংশ ফসল নষ্ট করে দেয়— ১০ ভাগ।
- ☑ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর জমি উত্তরাধিকারের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে তাকে বলে— জমির উপবিভাগ।
- ☑ কৃষকদের জমি ছড়িয়ে থাকার কারণে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাকে বলে— জমির বিচ্ছিন্নতা।
- ☑ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়— ১৯৫০ সালে।
- ☑ যেসব আইন-কানুন দ্বারা ভূমির মালিকানা নির্ধারিত হয় তা— ভূমিস্বত্ব প্রথা।
- ☑ দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা— শতকরা ৬০ জন।
- ☑ কৃষকরা জমির মালিককে উৎপাদিত ফসলের একাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে যে জমি চাষ করে তাকে বলে— বর্গাচাষ প্রথা।
- ☑ নিজের সামান্য জমি চাষাবাদ করার পাশাপাশি অন্যের জমি চাষ করে যে কৃষক জীবিকা নির্বাহ করে তাকে বলে— প্রান্তিক চাষী।
- ☑ কৃষির সকল পর্যায়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করাকে বলে— কৃষির আধুনিকীকরণ।
- ☑ উফশী চাষ কী— উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ।
- ☑ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় যে চাষ করা হয় তা— নিবিড় চাষ।
- ☑ 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন' কার্যক্রম শুরু হয়— ১৯৭১ সালে।
- ☑ বাংলাদেশের কৃষি ঋণের উৎসগুলো—২ ভাগে বিভক্ত।
- ☑ BRDB প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৮২ সাল।
- ☑ 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৮৭ সাল।
- ☑ দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত ঋণ ব্যবস্থা যে নামে পরিচিত— ভরতুকি ঋণ।
- ☑ দ্রব্যের বাড়তি মূল্য রোধকল্পে সরকার প্রদেয় যে অর্থ মূল্য হ্রাসে সাহায্য করে তাকে বলে— ভরতুকি।
- ☑ বাংলাদেশে দরিদ্রতা পরিমাপ করা হয়— দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণ করার ভিত্তিতে।
- ☑ দারিদ্র্যসীমার নিচে ধরা হয়— ২১২২ কিলোক্যালোরি কম খাদ্য গ্রহণকারীদের।
- ☑ চরম দারিদ্র্যের স্বীকার বলে গণ্য করা হয়— ১৮০৫ কিলোক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণকারীদের।
- ☑ ব্র্যাক কার্যক্রম শুরু করে— ১৯৭২ সালে।
- ☑ পরীক্ষামূলক গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে— ১৯৭৬ সালে।
- ☑ গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৮৩ সালে।
- ☑ স্বনির্ভর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৯৭৫ সালে।
- ☑ কর্মসংস্থান ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে— ১৯৯৮ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. বাংলাদেশের কৃষি কী নামে পরিচিত?
ক) মৌসুমি বায়ুর জুয়া খেলা খ) বৃষ্টিপাত প্রবণ কৃষি
গ) অনুন্নত কৃষি ঘ) সেচনির্ভর কৃষি
উ: ক

০২. কোনটি বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা?
ক) জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা খ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ
গ) মূলধনের অভাব ঘ) সবগুলো
উ: ঘ

০৩. কোনো নির্দিষ্ট জমি উত্তরাধিকারের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে তাকে বলে—
ক) বিচ্ছিন্নতা খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
গ) ভূমির উপবিভাগ ঘ) জমির বিপণন
উ: গ

০৪. কীভাবে ভূমির উপবিভাগ ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যায়?
ক) আইনের মাধ্যমে একত্রীকরণ খ) স্বেচ্ছায় জমি বদল
গ) যৌথ খামার ঘ) উপরের সবগুলোই
উ: ঘ

CamScanner

০৫. কোনটি প্রান্তিক কৃষকের বৈশিষ্ট্য?
ক) জমির পরিমাণ বেশি খ) অত্যন্ত সচ্ছল অবস্থা
গ) বর্গাচাষী ও ভাড়াটে শ্রমিক ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

০৬. কৃষি ঋণের উৎসগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) ২ ভাগে খ) ৩ ভাগে
গ) ৪ ভাগে ঘ) ৫ ভাগে উ: ক

০৭. কোনটি কৃষি ঋণের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
ক) আত্মীয় খ) বাংলাদেশ ব্যাংক
গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ) কৃষি ব্যাংক উ: ক

০৮. কোনটি কৃষি ঋণের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
ক) কৃষি ব্যাংক খ) গ্রাম্য মহাজন
গ) ফড়িয়া ঘ) বন্ধু-বান্ধব উ: ক

০৯. কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে কী বলে?
ক) কৃষি পণ্যের বিপণন খ) কৃষি পণ্যের বিক্রিকরণ
গ) পণ্যের মা উন্নয়ন ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

১০. কোন সূচকের ভিত্তিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয়?
ক) মাথাপিছু আয় খ) মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ
গ) জীবনযাত্রার মান ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

১১. কোন সংস্থাটি বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করছে?
ক) গ্রামীণ ব্যাংক খ) ব্র্যাক
গ) স্বনির্ভর বাংলাদেশ ঘ) সবগুলোই উ: ঘ

১২. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত কর্মসূচি নয় কোনটি?
ক) বয়স্ক ভাতা খ) বিধবা ভাতা
গ) গৃহায়ন তহবিল ঘ) খাদ্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা উ: ঘ

১৩. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) ফজলে হাসান আবেদ খ) ড. মুহম্মদ ইউনূস
গ) ড. আব্দুল কাদির ঘ) ড. আতিউর রহমান উ: খ

১৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর কে?
ক) ড. সালেহউদ্দীন আহমেদ খ) ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ
গ) আহসান এইচ মনসুর ঘ) ড. মুহম্মদ ইউনূস উ: গ

১৫. গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে।
ক) ২০০৫ সালে খ) ২০০৬ সালে
গ) ২০০৬ সালে ঘ) ২০০৪ সালে উ: খ

১৬. ব্র্যাক কত সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে?
ক) ১৯৮২ খ) ১৯৭২
গ) ১৯৮৩ ঘ) ১৯৭৬ উ: খ

১৭. গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করাকে কী বলে?
ক) গ্রামীণ পরিকল্পনা খ) প্রান্তিক উন্নয়ন
গ) গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘ) প্রান্তিক উন্নয়ন উ: গ

১৮. বাংলাদেশে প্রচলিত NGO নয় কোনটি?
ক) আশা খ) ব্র্যাক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) সোনালী ব্যাংক উ: ঘ

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের শিল্প

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো- দুর্বল।
- ☑ কাঠামোগত দিক হতে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে ভাগ করা যায়- তিন ভাগে।
- ☑ যে শিল্পে অধিক মূলধন ও প্রচুর কাঁচামাল ব্যবহার করে অধিক পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয় তাকে বলে- বৃহৎ শিল্প।
- ☑ শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক সংখ্যা হবে- ৩০০ এর অধিক।
- ☑ শিল্পনীতি ২০১৬ অনুযায়ী যে শিল্প কারখানায় ১২১-৩০০ শ্রমিক নিয়োজিত তাকে বলে- মাঝারি শিল্প।
- ☑ ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিক সংখ্যা- ৩১-১২০
- ☑ ঘরোয়া পরিবেশে ভাড়াটে শ্রমিক ছাড়াই পরিচালিত শিল্প- কুটির শিল্প।
- ☑ ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে GDP তে শিল্প খাতের অবদান কত- ৩৭.৯৫%।
- ☑ বাংলাদেশে শিল্পের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ- মূলধনের অভাব।
- ☑ মোট দেশজ উৎপানে কৃষির অবদান কত- ১১.০২%।
- ☑ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশ পাটকল ছিল- একটিও না।
- ☑ দেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম পাটকলের নাম- আদমজী জুট মিলস।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়- নারায়ণগঞ্জে।
- ☑ স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে পাটকল ছিল- ৬৮টি।
- ☑ বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে আসে- ২.৬৩% (২০২৩-২৪)।
- ☑ বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প কী- বস্ত্র শিল্প।
- ☑ ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে মোট কাপড়ের কল ছিল- ৯টি
- ☑ বর্তমানে বাংলাদেশের বস্ত্রকলের সংখ্যা- ৬৩টি।
- ☑ বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্রকলগুলো পরিচালনাকারী সংস্থার নাম কি- BMTC
- ☑ তুলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত কোন জেলা- যশোর।
- ☑ মোট রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ তৈরি পোশাক থেকে আসে- ৮৪.৫৭ শতাংশ
- ☑ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান স্থাপিত হয়- সিলেটের মালনিছড়ায়।
- ☑ বর্তমানে বাংলাদেশে চা বাগান রয়েছে- ১৬৯টি।
- ☑ বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান অবস্থিত- মৌলভীবাজারে।
- ☑ বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে দেশের কত শতাংশ চা বাগান আছে- ৯০ শতাংশ।
- ☑ ১৯৪৭ সালের বাংলাদেশে কাগজ কল ছিল- একটিও না।
- ☑ দেশের প্রথম কাগজকল কর্ণফুলী পেপার মিলস অবস্থিত- চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি
- ☑ কর্ণফুলী পেপার মিলস স্থাপিত হয়- ১৯৫৩ সালে।
- ☑ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল স্থাপিত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- ☑ বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম কাগজের কল- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল।
- ☑ নর্থবেঙ্গল পেপার মিল যে জেলায় অবস্থিত- পাবনা।
- ☑ নর্থবেঙ্গল পেপার মিল স্থাপিত হয়- ১৯৬৯ সালে।
- ☑ আদমজী পাটকল বোর্ড মিল অবস্থিত- নারায়ণগঞ্জে।
- ☑ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পের মধ্যে চামড়ার অবস্থান- ৫ম।
- ☑ বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের চামড়ার অবদান- ০.২৩% ভাগ (২০২৩-২৪)
- ☑ বাংলাদেশ ট্যানারি বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্টের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ট্যানারি সংখ্যা- ১৫৪টি।
- ☑ কুটির শিল্পের অপর নাম- শ্রমনিবিড় শিল্প।
- ☑ বাংলাদেশ সরকার জাতীয়করণ নীতি গ্রহণ করে- ১৯৭২ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়- ১৯৭৩ সালে।
- ☑ বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রায়াত্ত খাত থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়- ১৯৮২ সালে

CamScanner

- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদকাল– ১৯৭৩-১৯৭৮।
- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারি খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল– ৫০৩ কোটি টাকা।
- EPZ হলো– পণ্য সামগ্রী রপ্তানির জন্য বিশেষ এলাকা।
- EPZ-এর পূর্ণরূপ– Export Processing Zone.
- বাংলাদেশে বর্তমান শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য– বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করা।
- বাংলাদেশে শিল্পায়নের জন্য অর্থের উৎস– ২ ভাগে বিভক্ত।
- অর্থের বৈদেশিক উৎসকে ভাগ করা যায়– ২ ভাগে।
- একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়– আত্মকর্মসংস্থান।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

১. কাঠামোগত দিক হতে বাংলাদেশের শিল্প কত প্রকার?
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ প্রকার
উ: খ

২. বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো কেমন?
ক) উন্নত খ) উন্নয়নশীল
গ) অত্যন্ত দুর্বল ঘ) অতি উন্নত
উ: গ

৩. বহুসংখ্যক শ্রমিকের দ্বারা বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে–
ক) ক্ষুদ্র শিল্প খ) কুটির শিল্প
গ) মাঝারি শিল্প ঘ) বৃহৎ শিল্প
উ: ঘ

৪. নিচের কোনটি বৃহৎ শিল্প নয়?
ক) পাটশিল্প খ) বস্ত্র শিল্প
গ) কাগজ শিল্প ঘ) চামড়া শিল্প
উ: ঘ

৫. বিদ্যুৎ ও ভাড়াটে শ্রমিক ছাড়া উৎপাদন কাজ পরিচালনা করে–
ক) কুটির শিল্প খ) ক্ষুদ্র শিল্প
গ) বৃহৎ শিল্প ঘ) মাঝারি শিল্প
উ: ক

৬. নিচের কোনটি কুটির শিল্পের উদাহরণ?
ক) সাবান শিল্প খ) প্লাস্টিক শিল্প
গ) সিগারেট শিল্প ঘ) বাঁশ ও বেত শিল্প
উ: ঘ

৭. কোনটি বাংলাদেশের শিল্পায়নের মূল সমস্যা?
ক) দক্ষ শ্রমিকের অভাব খ) খনিজ সম্পদের অভাব
গ) মূলধনের অভাব ঘ) শিল্প ঋণের অপব্যবহার
উ: গ

৮. মোট রপ্তানি আয়ের কত শতাংশ পাটের অবদান?
ক) ১.৬৪ শতাংশ খ) ১৭.৭৮ শতাংশ
গ) ২.৬৪ শতাংশ ঘ) ১৪ শতাংশ
উ: ক

৯. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে কয়টি বস্ত্রকল ছিল?
ক) ৮টি খ) ৯টি গ) ১০টি ঘ) ১১টি
উ: খ

১০. কোন দেশ বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক ক্রয় করে?
ক) যুক্তরাজ্য খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) ইতালি ঘ) জার্মানি
উ: খ

১১. বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের কত শতাংশ শ্রমিক নারী?
ক) ৯০ শতাংশ খ) ৮৫ শতাংশ
গ) ৭০ শতাংশ ঘ) ৮০ শতাংশ
উ: খ

১২. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে মোট কয়টি কাগজের কল ছিল?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) একটিও না
উ: ঘ

১৩. শ্রমনিবিড় শিল্প বলা হয় কোন শিল্পকে?
ক) ক্ষুদ্র শিল্প খ) কুটিরশিল্প
গ) বৃহৎ শিল্প ঘ) মাঝারি শিল্প
উ: খ

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৪ জনসংখ্যা, মানবসম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ আদমশুমারি- কোনো নির্দিষ্ট দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সকল ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদির প্রকাশ প্রক্রিয়া।
- ☑ আদমশুমারি গণনার পদ্ধতি– ৪টি।
- ☑ নিট অভিবাসন- একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো একটি দেশের মোট অভিবাসী জনসংখ্যা এবং মোট দেশান্তরিত জনসংখ্যার মধ্যকার পার্থক্যকে নিট অভিবাসন বলে।
- ☑ জনসংখ্যার পরিমাণ জানার উৎকৃষ্ট পন্থা হলো– আদমশুমারি।
- ☑ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনপ্রিয় মতবাদ– ডাল্টনের মতবাদ।
- ☑ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র- $M = \frac{A - O}{O}$
- ☑ জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র- $DP = \frac{TP}{TA}/DP = \frac{\Sigma P}{-\Sigma B}$
- ☑ 'An Eassay on the Principle of Population' গ্রন্থের লেখক ম্যালথাস।
- ☑ মানবসম্পদ উন্নয়নের মৌলিক সূচক হলো– ৩টি।
- ☑ বাংলাদেশে আদমশুমারি সংঘটিত হয়– ১০ বছর পর পর।
- ☑ আদমশুমারি এর বর্তমান নাম– জনশুমারি ও গৃহগণনা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক) ২.৪১% খ) ২.৩৭%
গ) ২.০৩% ঘ) ১.৩৩%
উ: ঘ

০২. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?
ক) ১১৫০ জন খ) ৮৭৬ জন
গ) ৮৩৪ জন ঘ) ১১৭১ জন
উ: ঘ

০৩. 'ক' দেশের আয়তন ১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন। 'ক' দেশটির জনসংখ্যা কত?
ক) ১০ কোটি ১৫ লক্ষ খ) ১৫ কোটি
গ) ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ ঘ) ১৬ কোটি
উ: ক

০৪. কোনটিকে জনসংখ্যার প্রধান নির্ধারক বলা যায়?
ক) সামাজিক রীতিনীতি খ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
গ) জনসংখ্যার ঘনত্ব ঘ) জন্মহার
উ: ঘ

০৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কাদের মধ্যে বেশি?
ক) মধ্যবিত্ত খ) নিম্ন মধ্যবিত্ত
গ) উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘ) উচ্চবিত্ত
উ: খ

০৬. অধ্যাপক ডাল্টন কাম্য জনসংখ্যা পরিমাপ করার সূত্রে M দ্বারা কি নির্দেশ করে?
ক) সর্বাধিক জনসংখ্যা খ) সবচেয়ে কম জনসংখ্যা
গ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা ঘ) কাম্য জনসংখ্যা থেকে বিচ্যুতির মাত্রা
উ: ঘ

০৭. জন্মহার কিসের ওপর নির্ভরশীল?
ক) জনসংখ্যা খ) পরিবেশ
গ) জনস্বাস্থ্য ঘ) প্রজননশীলতা
উ: ঘ

CamScanner

০৮. কোন বয়সের মানুষকে কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়?
ⓚ ১৫-৩৯ বছর ⓚ ১৪-৪৯ বছর
ⓖ ১৫-৫৯ বছর ⓖ ১৫-৭৯ বছর **উ: গ**

০৯. কোনটি একজন মানুষকে পরনির্ভরশীলতা ও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়?
ⓚ শিক্ষা ⓚ আত্মকর্মসংস্থান
ⓖ স্বাস্থ্য ⓖ মেধা **উ: খ**

১০. পৃথিবীতে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ⓚ ৭ম ⓚ ৮ম
ⓖ ৯ম ⓖ ১০ম **উ: খ**

১১. নিচের কোনটি জনসংখ্যার জৈবিক ও সামাজিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত?
ⓚ আয়ুষ্কাল ⓚ শিক্ষা
ⓖ জীবনযাত্রার মান ⓖ কর্মসংস্থান **উ: খ**

১২. গতিশীল ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিচের কোনটি প্রয়োজন?
ⓚ মানবসম্পদ উন্নয়ন ⓚ দারিদ্র্য বিমোচন
ⓖ অধিক প্রবৃদ্ধি ⓖ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি **উ: ক**

১৩. কোনটি মানব সম্পদ উন্নয়নের ভিত্তি?
ⓚ শিক্ষা ⓚ প্রযুক্তি
ⓖ জীবনযাত্রার মান ⓖ কর্মসংস্থান **উ: ক**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৫

খাদ্য নিরাপত্তা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ খাদ্য নিরাপত্তা হলো পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা যাতে– একটি পরিবারের সকল সদস্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে।
☑ খাদ্যের প্রাপ্যতা নির্ভর করে– মানুষের আয়ন্তর ও খাদ্য প্রাপ্তির ওপর।
☑ খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, মান নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকারী প্রতিষ্ঠান– বিএসটিআই ও ক্যাব।
☑ TCB-এর পূর্ণরূপ– Trading Corporation of Bangladesh.
☑ খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কিত সংস্থা – FAO।
☑ খাদ্য দূষণ– ৩ ধরনের।
☑ সম্পদশালী দেশসমূহ উন্নয়নের জন্য খাদ্য সাহায্যকে শর্ত হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করছে– ১৯৬০ সাল থেকে।
☑ প্রথম বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে
☑ বাংলাদেশ ফুড পলিসি অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ করে– ১৯৯৬ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. খাদ্য নিরাপত্তার কোনটি আন্তর্জাতিক অংশীদার?
ⓚ FAO ⓚ BSS
ⓖ WTO ⓖ SAARC **উ: ক**

০২. খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা বলতে কী বোঝায়?
ⓚ খাদ্যের প্রাপ্যতা ⓚ খাদ্যের সহজলভ্যতা
ⓖ খাদ্যের নিরাপত্তা ⓖ খাদ্যের দুর্মূল্য **উ: খ**

০৩. নিরাপদ খাদ্য বলতে কী বোঝায়?
ⓚ দামি খাদ্য ⓚ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য
ⓖ ফ্রিজের খাদ্য ⓖ ফাস্ট ফুড **উ: খ**

০৪. নিরাপদ খাদ্যের লক্ষ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কয়টা নীতির কথা বলেছেন?
ⓚ ৫টি ⓚ ৬টি
ⓖ ৭টি ⓖ ৮টি **উ: গ**

০৫. উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত খাদ্যের মান অটুট থাকলে তাকে কী বলে?
ⓚ খাদ্য উৎপাদন ⓚ খাদ্য নিশ্চয়তা
ⓖ নিরাপদ খাদ্য ⓖ খাদ্য প্রক্রিয়া **উ: গ**

০৬. কোনটি পাওয়ার জন্য নিরাপদ খাদ্য একান্ত অপরিহার্য?
ⓚ খাদ্যের প্রকৃত স্বাদ ⓚ খাদ্যের পুষ্টি উপাদান
ⓖ খাদ্যের তৃপ্তি অর্জন ⓖ খাদ্যের প্রাপ্যতা **উ: গ**

০৭. OMS- এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Overall Market System ⓚ Open Market Strategy
ⓖ Overall Market Strategy ⓖ Open Market Sales **উ: ঘ**

০৮. খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টা নিচের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত?
ⓚ খাদ্যের চাহিদা ⓚ খাদ্যের জোগান
ⓖ খাদ্য সংগ্রহ ⓖ খাদ্য সংরক্ষণ **উ: ক**

০৯. পুষ্টি বলতে কী বোঝায়?
ⓚ উচ্চ ক্যালরিসম্পন্ন খাবার ⓚ যে খাবারে শক্তি হয়
ⓖ প্রয়োজনীয় ভিটামিন সমৃদ্ধ পরিমিত খাবার ⓖ ভিটামিন **উ: গ**

১০. ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করলে দ্রুত আক্রান্ত হয় কারা?
ⓚ শিশুরা ⓚ বৃদ্ধরা
ⓖ গর্ভবতী নারীরা ⓖ কিশোররা **উ: ক**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৬

অর্থায়ন

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ অর্থায়ন এর ইংরেজি শব্দ– Finance।
☑ Finance শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ– Finis থেকে।
☑ অর্থের সংস্থান, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কার্যকলাপ হলো– অর্থায়ন।
☑ শেয়ার হলো– কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ইউনিট।
☑ Finis শব্দের অর্থ হলো– অর্থ সংগ্রহ করা।
☑ অর্থায়নের উৎস– ২টি।
☑ সময়ের ভিত্তিতে অর্থায়ন– ৩ প্রকার।
☑ শেয়ার লেনদেন এর জন্য প্রয়োজন– স্টক এক্সচেঞ্জ।
☑ অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস হলো– নিজস্ব সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ, এনজিও, পুঁজিবাজার ইত্যাদি।
☑ শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত মূলধনের ভূমিকা হলো– শিল্পপুঁজি গঠন করা।
☑ বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বন্ডের সুদের হার– অপরিবর্তিত থাকবে।
☑ IPO-এর পূর্ণরূপ হলো– Initial Public Offering
☑ মূলধন বাজারের অন্তর্ভুক্ত হলো– শেয়ার বাজার ও বন্ড বাজার।
☑ সাধারণত বন্ড ইস্যু করা হয়– ৩ ভাবে।
☑ কোম্পানির সাথে বন্ডের মালিকের সম্পর্ক হলো– ঋণদাতা।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস কোনটি?
ক অবণ্টিত মুনাফা
খ বণ্টিত মুনাফা
গ বন্ড
ঘ ব্যাংক ঋণ
উ: ক

০২. সময়ের ভিত্তিতে অর্থায়ন কত প্রকার?
ক ২ ভাগে
খ ৩ ভাগে
গ ৪ ভাগে
ঘ ৫ ভাগে
উ: খ

০৩. মালিকানার ভিত্তিতে অর্থায়ন কত প্রকার?
ক দুই প্রকার
খ তিন প্রকার
গ চার প্রকার
ঘ ছয় প্রকার
উ: ক

০৪. বানী তার নার্সারি সম্প্রসারণের জন্য কৃষি ব্যাংক হতে ৫ বছরের জন্য ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেয়। বানী কোন ধরনের অর্থায়ন করছে?
ক মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন
খ অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন
গ স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন
ঘ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন
উ: ক

০৫. পদ্মা ব্যাংক লি. তাদের নতুন শাখা সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন করতে চায়। এটি কী ধরনের অর্থায়ন?
ক ব্যক্তিগত অর্থায়ন
খ সরকারি অর্থায়ন
গ বেসরকারি অর্থায়ন
ঘ আর্থিক অর্থায়ন
উ: গ

০৬. যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কে বা কারা প্রতিষ্ঠানের মালিক?
ক সাধারণ শেয়ারহোল্ডার
খ অগ্রাধিকারভুক্ত শেয়ারহোল্ডার
গ বন্ডের মালিক
ঘ এসইসি
উ: ক

০৭. কোন শেয়ার IPO-এর সাথে সম্পর্কিত?
ক প্রেফারেন্স শেয়ার
খ বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার
গ প্রাইমারি শেয়ার
ঘ সেকেন্ডারি শেয়ার
উ: গ

০৮. কোন শেয়ার পুঁজিবাজারে কেনাবেচা হয় না?
ক প্রাইমারি শেয়ার
খ প্রেফারেন্স শেয়ার
গ সেকেন্ডারি শেয়ার
ঘ বোনাস শেয়ার
উ: ক

০৯. শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদি কোথায় ক্রয়বিক্রয় হয়?
ক বন্ড মার্কেটে
খ স্টক এক্সচেঞ্জে
গ মূলধন বাজারে
ঘ বাণিজ্যিক ব্যাংকে
উ: খ

১০. ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা কীভাবে শেয়ারবাজারে অংশগ্রহণ করতে পারে?
ক শেয়ার ক্রয় করে
খ ঋণপত্র বিক্রয় করে
গ প্রাপ্য বিল বাট্টা করে
ঘ টাকা হুন্ডি করে
উ: ক

১১. কোম্পানির সাথে বন্ড মালিকের কী ধরনের সম্পর্ক?
ক কোম্পানির সাথে বন্ড মালিক
খ কোম্পানির ঋণদাতা
গ কোম্পানির লভ্যাংশের অংশীদার
ঘ কোম্পানির ঝুঁকি বহনকারী
উ: খ

১২. বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ কোথায় অবস্থিত?
ক রাজশাহী
খ খুলনা
গ চট্টগ্রামে
ঘ বরিশাল
উ: গ

১৩. বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কত সালে গঠিত হয়?
ক ১৯৯০
খ ১৯৯২
গ ১৯৯৩
ঘ ১৯৯৫
উ: গ

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৭

মুদ্রাস্ফীতি

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি ও অর্থমূল্য ক্রমাগত হ্রাসকে বলে- মুদ্রাস্ফীতি।

☑ মুদ্রাস্ফীতির হার = $\frac{\text{চলতি বছরের দামস্তর - ভিত্তি বছরের দামস্তর}}{\text{ভিত্তি বছরের দামস্তর}} \times ১০০$।

☑ কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে- ব্যাংক হার বাড়িয়ে।

☑ মৃদু মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়- উৎপাদনকারী।

☑ মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপে ব্যবহৃত হয়- DCI।

☑ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়- পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে।

☑ অর্থমূল্যের সূত্র হলো- $Vm = \frac{1}{P}$।

☑ CPI-এর পূর্ণরূপ হলো- Consumer Price Index।

☑ ল্যাসপিয়ারের দাম সূচক সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র হলো- $\frac{\sum Pn\,qo}{\sum Po\,qo} \times 100$।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. Too much money choses too few goods_ উক্তিটি কার?
ক ক্রাউথার
খ অধ্যাপক পিগু
গ অধ্যাপক কেইন্স
ঘ কুলবর্ন
উ: ঘ

০২. কোনটি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
ক দামস্তর হ্রাস
খ জোগান বৃদ্ধি
গ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস
ঘ চাহিদা হ্রাস
উ: গ

০৩. মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কী হয়?
ক বৃদ্ধি পায়
খ হ্রাস পায়
গ স্থির থাকে
ঘ ক্রমে বৃদ্ধি পায়
উ: খ

০৪. অর্থের পরিমাণ বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির কী পরিবর্তন হয়?
ক শূন্য হয়
খ বাড়ে
গ নিয়ন্ত্রণে থাকে
ঘ কোনো পরিবর্তন হয় না
উ: খ

০৫. কোন কর মুদ্রাস্ফীতি রোধে সহায়ক?
ক আয় কর
খ মূল্য সংযোজন কর
গ মুনাফা কর
ঘ বিক্রয় কর
উ: ক

০৬. $\frac{P_1 - P_0}{P_0} \times ১০০$ সূত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট?
ক মুদ্রাস্ফীতি
খ জনসংখ্যার ঘনত্ব
গ কাম্য জনসংখ্যা
ঘ উৎপাদকের মূল্যসূচক
উ: ক

০৭. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে আয় বৈষম্য কীরূপ হয়?
ক ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়
খ হ্রাস পায়
গ থাকে না
ঘ স্থির থাকে
উ: ক

০৮. মুদ্রাস্ফীতির বহুল প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতির নাম কী?
ক ভোক্তার দাম সূচক
খ উৎপাদকের দাম সূচক
গ উৎপাদনের মূল্যায়ন সূচক
ঘ অবমূল্যায়ন সূচক
উ: ক

০৯. মূল্যস্তর ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতাকে কী বলে?
ক মুদ্রাসংকোচন
খ মুদ্রাস্ফীতি
গ বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির
ঘ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি
উ: ক

CamScanner

১০. অর্থের জোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কীরূপ হয়?
ⓚ বাড়ে ⓚ কমে ⓖ স্থির থাকে ⓖ অনড় থাকে উ: ক

(ক) বাড়ে (খ) কমে (গ) স্থির থাকে (ঘ) অনড় থাকে — উ: ক

১১. মুদ্রাস্ফীতির সময় কারা লাভবান হয়?
(ক) নির্দিষ্ট আয়ের লোক (খ) শ্রমিক শ্রেণি
(গ) ব্যবসায়ী ও শেয়ার বিনিয়োগকারী (ঘ) ঋণদাতা শ্রেণি — উ: গ

১২. সরকারি ব্যয় বাড়লে মুদ্রাস্ফীতির ওপর কী প্রভাব পড়ে?
(ক) মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় (খ) মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়
(গ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ থাকে (ঘ) মুদ্রাস্ফীতির ওপর কোনো — উ: ক

১৩. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর কী প্রভাব সৃষ্টি করে?
(ক) মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমায় (খ) মুদ্রাস্ফীরিত চাপ কমায়
(গ) দামস্তর স্থিতিশীল রাখে (ঘ) কোনো প্রভাব ফেলে না — উ: খ

১৪. সরকার খোলাবাজার কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণপত্র বিক্রি করলে অর্থনীতিতে কী হয়?
(ক) অর্থের জোগান বাড়ে (খ) অর্থের জোগান একই থাকে
(গ) অর্থের জোগান কমে (ঘ) জোগান দ্বিগুণ হয় — উ: গ

১৫. ভোক্তার দাম সূচকে বিবেচনা করা হয় কোনটিতে?
(ক) পাইকারি দাম (খ) খুচরা দাম
(গ) উৎপাদন দাম (ঘ) সংযোজিত দাম — উ: খ

১৬. উৎপাদনের উপকরণ বৃদ্ধির কারণে দাম বৃদ্ধি পেলে তাকে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়?
(ক) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত (খ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত
(গ) মজুরি বৃদ্ধিজনিত (ঘ) আয় বৃদ্ধিজনিত — উ: ক

১৭. ব্যাংক হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (খ) শিল্প ব্যাংক
(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক (ঘ) বাণিজ্যিক ব্যাংক — উ: ক

১৮. প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি কখন দেখা দেয়?
(ক) পূর্ণ নিয়োগ স্তরে (খ) পূর্ণ নিয়োগের পর
(গ) অপূর্ণ নিয়োগের পর (ঘ) পূর্ণ নিয়োগের পূর্বে — উ: খ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৮

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হলো– দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যকার বাণিজ্য।
☑ একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য হলে তাকে বলে– অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।
☑ তুলনামূলক খরচ তত্ত্বের প্রবক্তা– ডেভিড রিকার্ডো।
☑ পণ্য উৎপাদনে দুটি দেশের মধ্যকার উৎপাদন ব্যয় পার্থক্য হতে পারে– তিন ধরনের।
☑ বাণিজ্যের ভারসাম্য সমান থাকে– আমদানি ও রপ্তানি সমান হলে।
☑ একটি দেশের মোট পাওনা ও মোট দেনার হিসাবকে বলে– লেনদেনের ভারসাম্য।
☑ 'কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের মধ্যে একটি দেশের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যে আর্থিক লেনদেন হয় তার পূর্ণ হিসাবকে লেনদেনের ভারসাম্য বলে' বলেছেন– অধ্যাপক বেনহাম।
☑ বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্য– প্রতিকূল।
☑ যে বাণিজ্যের ওপর কোনো সরকারি বাধা থাকে না তাকে বলে– অবাধ বাণিজ্য।
☑ কোনো একটি বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণ করার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর বিধি ও নিষেধ আরোপ করাকে বলে– সংরক্ষণ।
☑ দেশীয় পণ্যের মান উন্নয়ন ও মূল্যহ্রাস করার জন্য সরকার যে অর্থ উৎপাদনে ব্যয় করে তাকে বলে– ভর্তুকি।
☑ নতুন শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার নাম– শিশু শিল্প সংরক্ষণ।
☑ 'সদ্যজাতকে লালন কর, শিশুকে রক্ষা কর, বয়োপ্রাপ্তকে মুক্ত কর' এই যুক্তি হলো– শিশু শিল্প যুক্তি।
☑ ওয়েজ আর্নার স্কিম– প্রবাসীদের পাঠানো টাকা দিয়ে পণ্য আমদানির পদ্ধতি।
☑ বাংলাদেশে ওয়েজ আর্নার স্কিম প্রবর্তিত হয়– ১৯৭৫ সালে।
☑ বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়– দুই ভাগে।
☑ বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো– কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া।
☑ বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যগুলো– তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, সার।
☑ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বেশির ভাগই আসে– অপ্রচলিত দ্রব্য থেকে।
☑ বাংলাদেশ কখন থেকে 'রপ্তানি ঋণ নিশ্চিতকরণ স্কিম' প্রবর্তন করে– ১৯৭৮ সালে।
☑ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে– বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
☑ EPZ– শুল্কমুক্ত সংরক্ষিত শিল্প এলাকা।
☑ EPZ-এর পূর্ণরূপ– Export Processing Zone.
☑ বাংলাদেশের EPZ– ১০টি।
☑ বাংলাদেশের EPZ গুলোতে যে দেশ সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে– দক্ষিণ কোরিয়া।
☑ বাংলাদেশে প্রথম EPZ প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮৩ সালে।
☑ BEPZA প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮০ সালে।
☑ BEPZA– Bangladesh Export Processing Zone Authority.
☑ বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল সমস্যা– বাণিজ্য ঘাটতি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. বাণিজ্য কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার — উ: ক

০২. কোনটি বিক্রির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটে?
(ক) গম (খ) পাট (গ) চা (ঘ) দাস — উ: ঘ

০৩. কোথায় সর্বপ্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে?
(ক) আমেরিকা (খ) রাশিয়া
(গ) ইংল্যান্ড (ঘ) চীন — উ: গ

০৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়?
(ক) প্রতিবেশী সম্পর্ক (খ) বৈরী সম্পর্ক
(গ) কূটনৈতিক সম্পর্ক (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক — উ: গ

০৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
(ক) দেশীয় বাজার সম্প্রসারণ হয় না (খ) উদ্বৃত্ত পণ্য রপ্তানি
(গ) অনুৎপাদিত দ্রব্য ভোগের অসুবিধা (ঘ) সম্পদের উত্তম ব্যবহার হয় না — উ: খ

০৬. সৌদি আরবে পাট উৎপাদন হয় না আবার বাংলাদেশে তেল উৎপাদন হয় না। এর ফলে কোনটি সংঘটিত হতে পারে?
(ক) আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ (খ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(গ) সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন (ঘ) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি — উ: খ

০৭. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কী সংঘটিত হয়?
(ক) ভোগ অভ্যাস পরিবর্তিত হয় (খ) বাণিজ্যনীতি একই থাকে
(গ) উপাদানসমূহ গতিশীল নয় (ঘ) লেনদেনে জটিল সমস্যা — উ: খ

০৮. কোন ধরনের বাণিজ্য সরকার কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?
(ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (খ) দেশীয় বাণিজ্য
(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (ঘ) নিলাম বাণিজ্য — উ: গ

০৯. কোনটি বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য?
(ক) শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি (খ) জনশক্তি রপ্তানি
(গ) অনুকূল বাণিজ্য শর্ত (ঘ) আমদানি ব্যয় স্বল্প — উ: খ

১০. বাংলাদেশে কত সালে 'ওয়েজ আর্নারস স্কিম'-এর প্রচলন ঘটে?
(ক) ১৯১২ (খ) ১৯৪৫ (গ) ১৯৭৫ (ঘ) ২০১০ — উ: খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১১. কোনটির মাধ্যমে প্রবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ দেশে পাঠানোর সুযোগ পায়?
ⓚ সার্কের মাধ্যমে ⓚ ওয়েজ আর্নারস স্কিমের মাধ্যমে
ⓖ সরকারি আয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ⓖ বিমা কোম্পানির মাধ্যমে
উ: খ

১২. বাংলাদেশের আমদানি পণ্যের মধ্যে প্রাথমিক পণ্য নয় কোনটি?
ক অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম খ গম
গ ভোজ্য তেল ঘ তৈলবীজ
উ: গ

১৩. বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় কোনটি?
ক কৃষিপণ্য খ হস্তশিল্পজাত পণ্য
গ নিটওয়্যার ঘ জনশক্তি
উ: ঘ

১৪. বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ে কোনটির অবদান সবচেয়ে কম?
ক তৈরি পোশাক খ নিটওয়্যার
গ হস্তশিল্পজাত দ্রব্য ঘ পাটজাত দ্রব্য
উ: গ

১৫. বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫
উ: ক

১৬. Globalization অর্থ কী?
ক বিশ্বায়ন খ নগরায়ণ
গ শিল্পায়ন ঘ বৈশ্বিকায়ন
উ: ক

১৭. গ্লোবালাইজেশন ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে কখন?
ক পঞ্চাশ-এর দশকে খ সত্তর-এর দশকে
গ আশির দশকে ঘ নব্বই-এর দশকে
উ: ক

১৮. নিচের কোনটি একটি রাষ্ট্রের জন্য অধিকতর ভালো?
ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভ খ বৈদেশিক সাহায্য
গ বৈদেশিক ঋণ ঘ অনুদান
উ: গ

১৯. একটি দেশ অন্য দেশকে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন বা উভয় শর্তের প্রেক্ষিতে দ্রব্য, সেবা, আর্থিক, অ-আর্থিক সহযোগিতাকে কী বলা হয়?
ক বিনিময় প্রথা খ আন্তর্জাতিক সাহায্য
গ দেশীয় সাহায্য ঘ বৈদেশিক সাহায্য
উ: ঘ

২০. কোনটি সরকারি ঋণের নিজস্ব উৎস?
ক বিশ্ব ব্যাংক খ আইএমএফ
গ এডিবি ঘ তপশিলি ব্যাংক
উ: ঘ

২১. কখন বাণিজ্য ঘাটতি দেখা যায়?
ক আমদানি > রপ্তানি খ রপ্তানি < আমদানি
গ আমদানি < রপ্তানি ঘ আমদানি ≥ রপ্তানি
উ: ক

২২. বাণিজ্য বাধা দূর করতে আমাদের করণীয় কী?
ক বাণিজ্য সীমা হ্রাস করা খ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা
গ বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ঘ পণ্যের মূল্য কমানো
উ: গ

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ৯

সরকারি অর্থব্যবস্থা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

☑ Public Finance কথাটির অর্থ– সরকারি অর্থব্যবস্থা।
☑ সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব রাখে– সরকারি অর্থব্যবস্থা।
☑ অর্থনীতির যে শাখা ব্যক্তির আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব পর্যালোচনা করে তাকে বলে– ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা।
☑ বর্তমানে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণ– জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
☑ কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় করে তাকে বলে– কেন্দ্রীয় ব্যয়।
☑ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় সমস্যাবলি সমাধানের জন্য যে ব্যয় করে তাকে বলে– স্থানীয় ব্যয়।
☑ বাংলাদেশ সরকার সবচেয়ে বেশি ব্যয় বরাদ্দ রাখে যে খাতে– জনপ্রশাসন।
☑ সরকারি আয়ের উৎসগুলো– ২ রকম।
☑ কর প্রধানত– দুই প্রকার।
☑ যে করের করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে বলে– প্রত্যক্ষ কর।
☑ যে করের করঘাত ও করপাত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর পড়ে তাকে বলে– পরোক্ষ কর।
☑ VAT কোন ধরনের কর– পরোক্ষ কর।
☑ করের হারের ভিত্তিতে কর কয় প্রকার– তিন প্রকার।
☑ আয়ের ওপর সমান হারে কর ধার্য করা হলে তাকে বলে– সমানুপাতিক কর।
☑ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে যে কর বৃদ্ধি পায় তাকে বলে– প্রগতিশীল কর।
☑ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কর হ্রাস পেলে তাকে বলে– অধোগতিশীল কর।
☑ কর ধার্যের ফলে সৃষ্ট করের প্রাথমিক চাপকে বলে– আপাত ভার বা করঘাত।
☑ করের চূড়ান্ত ভারকে কী বলে– চূড়ান্তভার বা করপাত।
☑ যে কর সরাসরি ক্রেতাকে বহন করতে হয়– পরোক্ষ কর (VAT)
☑ দেশে তৈরি দ্রব্য সামগ্রীর ওপর যে শুল্ক আরোপ করা হয় তাকে বলে– আবগারি শুল্ক।
☑ মূল্য সংযোজন করের অতিরিক্ত হিসাবে বিলাসজাত দ্রব্যের জন্য যে কর দিতে হয় তাকে বলে– সম্পূরক শুল্ক।
☑ কর প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয় তাকে বলে– করের কানুন।
☑ বাজেট শব্দটির ইংরেজি– Budget.
☑ Budget শব্দটির উৎপত্তি– Bougette থেকে।
☑ Bougette কোন দেশি শব্দ– ফরাসি।
☑ সর্বপ্রথম বাজেটের গোড়াপত্তন হয়– ব্রিটেনে, ১৭৩৩ সালে।
☑ Bougette শব্দটির অর্থ– ব্যাগ বা থলিয়া।
☑ বাংলাদেশের আর্থিক বছর– জুলাই-জুন।
☑ একটি নির্দিষ্ট বছরে সরকারের আয়-ব্যয় হিসাবকে বলে– বাজেট।
☑ বাজেটকে 'চুঁদরের আর্থিক পরিকল্পনা' বলেছেন– অধ্যাপক টেইলর।
☑ সরকারি ব্যয়ের ভিত্তিতে বাজেট– দুই রকম।
☑ যে বাজেট সরকারের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখায় তাকে বলে– রাজস্ব বাজেট।
☑ যে বাজেটে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখায় তাকে বলে– মূলধনি বাজেট।
☑ আয় ও ব্যয়ের সমতার ভিত্তিতে বাজেট– তিন প্রকার।
☑ আয় ও ব্যয় সমান হলে তাকে বলে– সুষম বাজেট।
☑ আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে বলে– ঘাটতি বাজেট।
☑ ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি হলে তাকে বলে– উদ্বৃত্ত বাজেট।
☑ যে বাজেট অধিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে– উদ্বৃত্ত বাজেট।
☑ বাংলাদেশে যে ধরনের বাজেট হয়– ঘাটতি।
☑ বাংলাদেশের বাজেটের প্রধান অংশ– ২টি।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি আলোচনাকে কী বলা হয়?
ক সরকারি আয় খ সরকারি ব্যয়
গ বাজেট ঘ সরকারি অর্থব্যবস্থা
উ: ঘ

০২. কোনটি জনগণের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক আদায় করা হয়?
ক কর খ সরকারি ঋণ
গ প্রশাসনিক ফি ঘ অনুদান
উ: ক

০৩. কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?
ক পানি উন্নয়ন বোর্ড খ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
গ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘ জাতীয় তুলা উন্নয়ন বোর্ড
উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৪. জনাব শিকদার একজন সামরিক বাহিনীর লোক। তিনি প্রতি মাসে বেতন ভাতা পান। তার বেতন ভাতা সরকারি ব্যয়ের কোন খাত থেকে আসে?
ⓚ বেসরকারি প্রশাসন ⓛ সামরিক খাত
ⓖ প্রতিরক্ষা খাত ⓜ পুলিশ বিভাগ **উ: ⓖ**

০৫. জনগণ সরকারকে কীসের ওপর ভিত্তি করে দলিলপত্র রেজিস্ট্রি করার সময় রেজিস্ট্রেশন ফি প্রদান করে থাকে?
ⓚ সম্পত্তির মূল্যের ওপর ⓛ এলাকার উন্নয়নের ওপর
ⓖ ব্যক্তির আয়ের ওপর ⓜ স্ট্যাম্প ও দলিলের ওপর **উ: ⓚ**

০৬. সরকার কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা দানের বিনিময়ে তার কাছ থেকে কোনটি আদায় করে?
ⓚ কর ⓛ বাণিজ্যিক আয়
ⓖ প্রশাসনিক ফি ⓜ বিশেষ কর **উ: ⓖ**

০৭. সরকারের অপ্রত্যাশিত ব্যয় কোনটি?
ⓚ বিদ্যালয় স্থাপন ⓛ বন্যায় ক্ষতিপূরণ
ⓖ স্টেডিয়াম নির্মাণ ⓜ পার্ক স্থাপন **উ: ⓛ**

০৮. কোনটি পরোক্ষ কর?
ⓚ মূল্য সংযোজন কর ⓛ রেজিস্ট্রেশন ফি
ⓖ ভূমি রাজস্ব ⓜ আয়কর **উ: ⓚ**

০৯. যে করের আপাতভার ও চূড়ান্তভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বহন করে তাকে কী বলে?
ⓚ প্রত্যক্ষ কর ⓛ পরোক্ষ কর
ⓖ মূল্য সংযোজন কর ⓜ বিশেষ কর **উ: ⓛ**

১০. নিচের কোনটি সরকারের রাজস্ব ব্যয়?
ⓚ সেতু নির্মাণ ⓛ রাস্তাঘাট তৈরি
ⓖ মন্ত্রণালয় খাতে ব্যয় ⓜ কৃষি উন্নয়ন **উ: ⓖ**

১১. প্রকৃতপক্ষে কোন করকে পণ্য কর বলা হয়?
ⓚ আয়করকে ⓛ প্রত্যক্ষ করকে
ⓖ পরোক্ষ করকে ⓜ মুনাফা করকে **উ: ⓖ**

১২. ট্যারিফ কী?
ⓚ সম্পূরক শুল্ক ⓛ আবগারি শুল্ক
ⓖ বাণিজ্য শুল্ক ⓜ রপ্তানি শুল্ক **উ: ⓖ**

১৩. ব ফার্মাসিউটিক্যালস্ বিভিন্ন ধরনের ঔষধ উৎপাদন করে তার ওপর সরকারকে ২০ কোটি 'মূসক' দিল। এটি কোন ধরনের কর?
ⓚ আমদানি শুল্ক ⓛ বাণিজ্য শুল্ক
ⓖ মূল্য সংযোজন কর ⓜ রপ্তানি শুল্ক **উ: ⓖ**

১৪. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কী হবে?
ⓚ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে ⓛ দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে
ⓖ সামাজিক কল্যাণ হ্রাস পাবে ⓜ বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে **উ: ⓚ**

১৫. বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত ঋণকে কী বলা হয়?
ⓚ সরকারি ঋণ ⓛ বেসরকারি ঋণ
ⓖ অনুদান ⓜ ভরতুকি **উ: ⓚ**

১৬. বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের কোন ঋণের উৎস?
ⓚ বৈদেশিক ঋণের উৎস ⓛ অভ্যন্তরীণ ঋণের উৎস
ⓖ বেসরকারি ঋণের উৎস ⓜ ব্যাংকবহির্ভূত উৎস **উ: ⓛ**

১৭. মি. রেজা সাহেব বিদেশ থেকে বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকেন। এজন্য তিনি কোন কর দেবেন?
ⓚ বাণিজ্য শুল্ক ⓛ সম্পূরক শুল্ক
ⓖ আবগারি শুল্ক ⓜ মূল্য সংযোজন কর **উ: ⓚ**

দ্বিতীয় পত্র
অধ্যায় ১০

উন্নয়ন পরিকল্পনা

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- ☑ একটি নির্দিষ্ট দেশের বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচিকে বলে– উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- ☑ 'পরিকল্পনা হলো এমন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা ও পছন্দ করা এবং পছন্দই হলো অর্থনৈতিক কার্যাবলির মূল বিষয়' যার কথা– এল রবিন্স।
- ☑ দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন– অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।
- ☑ সময়ের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা– দুই প্রকার।
- ☑ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে– ৮টি।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– (১৯৭৩-১৯৭৮)।
- ☑ বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ– জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫।
- ☑ বাংলাদেশে কয়টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে– ১টি।
- ☑ বাংলাদেশের একমাত্র দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ– ১৯৭৯-১৯৮০।
- ☑ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে বলে– প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।
- ☑ পরিকল্পনা হলো– একটি অবিরত প্রক্রিয়া।
- ☑ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল শর্ত– অর্থ সংস্থান।
- ☑ উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের উৎসগুলোকে ভাগ করা হয়েছে– দুই ভাগে।
- ☑ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয় কবে– ৩০শে জুন ১৯৭৮।
- ☑ দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যয় বরাদ্দ ছিল– ৩৮৬১ কোটি টাকা।
- ☑ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল– ১৯৮০-১৯৮৫ সাল।
- ☑ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ– ২০২০-২০২৫।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ

০১. কোন ধরনের অর্থব্যবস্থায় সর্বপ্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয়?
ⓚ পুঁজিবাদী ⓛ সমাজতান্ত্রিক
ⓖ মিশ্র অর্থব্যবস্থা ⓜ ইসলামি অর্থব্যবস্থা **উ: ⓛ**

০২. সোভিয়েত ইউনিয়নে কত সালে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?
ⓚ ১৯১৮ ⓛ ১৯২৮ ⓖ ১৯৩৮ ⓜ ১৯৪৮ **উ: ⓛ**

০৩. কত সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দেয়?
ⓚ ১৯৩০ সালে ⓛ ১৯৩১ সালে
ⓖ ১৯৩২ সালে ⓜ ১৯৩৩ সালে **উ: ⓚ**

০৪. পরিকল্পনার মেয়াদকাল কত প্রকার?
ⓚ ২ প্রকার ⓛ ৩ প্রকার ⓖ ৪ প্রকার ⓜ ৫ প্রকার **উ: ⓛ**

০৫. কোনটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সুবিধা নয়?
ⓚ কম মূলধন প্রয়োজন ⓛ ব্যর্থতায় ক্ষতি কম
ⓖ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ⓜ আয় বৈষম্য হ্রাস **উ: ⓜ**

০৬. পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে কীসের সাফল্যের ওপর?
ⓚ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা ⓛ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
ⓖ বার্ষিক পরিকল্পনা ⓜ স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা **উ: ⓖ**

০৭. স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার সর্বোচ্চ মেয়াদসীমা কত?
ⓚ ১ বছর ⓛ ৪ বছর ⓖ ৩ বছর ⓜ ৭ বছর **উ: ⓚ**

০৮. নির্দেশমূলক পরিকল্পনার সমার্থক পরিকল্পনা কোনটি?
ⓚ পুঁজিবাদী ⓛ বিকেন্দ্রীয় ⓖ প্ররোচিত ⓜ কেন্দ্রীয় **উ: ⓜ**

০৯. মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মেয়াদ কত বছর?
ⓚ ১-৫ বছর ⓛ ১-১০ বছর
ⓖ ৫-১০ বছর ⓜ ১-১৫ বছর **উ: ⓚ**

CamScanner